মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০২৫

তৃতীয় আসরের সমাপনী অনুষ্ঠান

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ

‘বই পড়া আমার কাছে কোন শখ নয় এটা আমার ভালোবাসা, আমি বই পড়তে পছন্দ করি এবং ভালোবাসি। পৃথিবীর এতো এতো জ্ঞান ও অজানা বিষয় একজন মানুষের পক্ষে সশরীরে উপস্থিত থেকে জানা সম্ভব নয়। তবে সবকিছু জানার উপায় হতে পারে বই পড়া। বই পড়ে বর্তমানে বসে অতীত সম্পর্কে যেমন জানা যায় আবার ভবিষ্যতের সাথে সেটার সম্পর্ক চিহ্নিত করা যায়।’ সীমান্ত গ্রন্থাগারের তরুণ পাঠক নুসরাত জাহান গত ২৩ মে ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের সনদ ও পুরস্কার প্রাপ্তির পর এসব অনুভূতি ব্যক্ত করে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে আগত সূচি পাঠচক্র পাঠাগারের পুরস্কার বিজয়ী পাঠক একেএম শাফিউজ্জামান ইফাদ বলেন, ‘বই পড়লে ভাষা ও শব্দ ভাণ্ডার খুবই সমৃদ্ধ হয়। বই পড়ে অনেক নতুন জিনিস সম্পর্কে জানা যায়। নতুন চিন্তার খোরাক জোটে। নতুন নতুন বিষয় ও ইতিহাস সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। বিদ্যা সাগরে ডুব দেয়ার জন্য বই আসলেই একটা জরুরি মাধ্যম। এই গ্রন্থপাঠ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আশা করি এরকম আরো অনুষ্ঠান এখানে আয়েজিত হবে।’

অনুষ্ঠানের সূচনায় ডা. সারওয়ার আলী বলেন, ‘আলী যাকের যে কাজে হাত দিয়েছেন সে কাজে সফল হয়েছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আলী

৫- এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ঘিরে কল্পনা, শান্তি ও পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে তিন দিনব্যাপী কর্মশালা

সুলতানা’স ড্রিম ইন এডুকেশন: বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য” কর্মশালা

আধুনিক শিক্ষার দিগন্তে “সুলতানা’স ড্রিম” যেন এক সাহসী কল্পনার বাস্তব রূপ। এই ভাবনার আলোকেই গত ১৭ মে ২০২৫, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হলো “সুলতানা’স ড্রিম ইন এডুকেশন: বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য” শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা। ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরা এবং ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ড. লিন্ডসে কে. হরনার, লেকচারার, ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরা।

প্রথম দিনের কর্মশালায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৪০টি বিদ্যালয়ের মোট ৪৯ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। দিনটির

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুলতানা’স ড্রিম বিষয়ে সংস্কৃতি কর্মী ও সুধীজনের সমন্বয়ে কর্মশালা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ২১ মে ২০২৫, বুধবার, অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ কর্মশালা, যেখানে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বিশ্বখ্যাত নারীবাদী ইউটোপিয়ান রচনা সুলতানার স্বপ্ন কে কেন্দ্র করে দিনব্যাপী আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কল্পনার পরিসর প্রসারিত করতে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা। এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন ছিল চলমান এক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্প পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, যা যৌথভাবে পরিচালিত হচ্ছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ও

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রোকেয়ার স্বপ্ন এবং আজকের ভাবনা

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ঠিক সেই সাহসী কল্পনার নাম, যেখানে নারী শুধু স্বপ্ন দেখে না সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের দিকেও এগিয়ে চলে। এই কল্পনা কোনো অলীক কাহিনী নয় বরং একটি সমানুভবময় ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা। সময়ের সঙ্গে এই ভাবনার প্রসার ঘটাতে, চিন্তার বীজ ছড়িয়ে দিতে, ২৩ মে ২০২৫ ছিলো একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিনটিতে সুলতানার স্বপ্ন গবেষণা প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত হয় দুইটি বিশেষ সেশন যার প্রথমটি ছিলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং অপরটি সাংবাদিক এবং মিডিয়া

৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

‘সুলতানার স্বপ্ন’ ঘিরে ব্রিটিশ চোখে বাঙালি ইউটোপিয়া

২৪ মে ২০২৫, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হলো সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস কর্তৃক আয়োজিত এক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠান Discovering Sultana’s Dream: A British Encounter with a Bengali Utopia, যেখানে আলোচনায় উঠে আসে রোকেয়ার প্রগতিশীল, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও নারীবাদী কল্পনার জগৎ। বক্তৃতা প্রদান করেন ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবরার লেকচারার ড. লিন্ডসে ক্যাথরিন হর্নার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, গ্রন্থাগার সদস্য, গবেষক, শিক্ষার্থী, সংস্কৃতিকর্মী এবং নানা পেশার আগ্রহী মানুষ, যারা রোকেয়ার কল্পনার জগতে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবেশ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ‘সুলতানার স্বপ্ন’-এর গুরুত্ব ও এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইউনেস্কোর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে এই রচনা অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক গর্বিত অধ্যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের লেখাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দীর্ঘদিন ধরে যে গবেষণা, শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় যুক্ত রয়েছে, তা কেবল সাহিত্য চর্চাই নয়- এটি একটি মূল্যবোধভিত্তিক সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস।

এরপর ড. লিন্ডসে হর্নার তাঁর গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বেগম রোকেয়ার লেখাকে তুলে ধরেন পাশ্চাত্য পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সুলতানার স্বপ্ন তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি বলেন, একজন প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তির নাগরিক হিসেবে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, প্রশ্ন করেছে এবং নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে- কীভাবে আশাবাদ আর কল্পনা হয়ে উঠতে পারে প্রতিরোধের ভাষা।

ড. হর্নার তাঁর উপস্থাপনায় তুলে ধরেন নারীবাদী কল্পনাশক্তির বিপ্লব, পরিবেশগত ইউটোপিয়া ও টেকসই উন্নয়নের ধারণা, শরণার্থীর অধিকার ও মানবিক রাষ্ট্রের ভাবনা, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং মৃত্যুদণ্ডবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির মতো বিষয়। সেইসঙ্গে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতির বিদগ্ধ বিশ্লেষণ কীভাবে রোকেয়ার লেখায় উঠে আসে, তাও ব্যাখ্যা করেন। তাঁর আলোচনায় উঠে আসে সুলতানার স্বপ্নের সঙ্গে আধুনিক সোলারপাংক আন্দোলনের সাদৃশ্য, যেখানে কল্পিত সমাজ ব্যবস্থায় পরিবেশবান্ধব, ন্যায়নিষ্ঠ এবং অংশগ্রহণমূলক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা হয়।

বক্তৃতার পর ছিলো এক উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রশ্নোত্তর পর্বটি ছিলো অত্যন্ত মননশীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। অংশগ্রহণকারীরা রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নানা প্রশ্ন করেন এবং তা নিয়ে ড. হর্নার বিশদ ও গবেষণাধর্মী ব্যাখ্যা দেন।

আয়োজনটি ছিলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ঐতিহ্যবাহী প্রগতিশীল চর্চারই এক ধারাবাহিকতা- যেখানে নারী স্বাধীনতা, ইতিহাসচর্চা, চিন্তার মুক্তি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয়। এই আয়োজন কেবল একটি বক্তৃতা ছিল না; এটি ছিল রোকেয়ার স্বপ্ন, নারীর অধিকার, বৈশ্বিক সংযোগ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে এক অনুপ্রেরণামূলক সংলাপ।

অগ্নিজিতা দে সেঁজুতি
রিসার্চ এসিসট্যান্ট, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি
অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

সুলতানা’স ড্রিম ইন এডুকেশন: বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য কর্মশালা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সূচনা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে। তিনি উল্লেখ করেন, এই কর্মশালার ধারণাটি জন্ম নিয়েছিল বিগত উইন্টার স্কুলে, যা আজ বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে।

কর্মশালায় গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্যুজান ভাইজ, হেড অব অফিস ও কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, বাংলাদেশ । তিনি বলেন, সুলতানার চিন্তা কেবল তার সময়ের সীমানায় আবদ্ধ নয়- তা বর্তমান ও ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থাকেও নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করতে সক্ষম।

এরপর কর্মশালার মূল আয়োজক ড. লিন্ডসে কে. হর্নার সারাদিনের কর্মসূচি ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং আইসব্রেকিং পর্বের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে চিন্তা ও অনুভূতির সেতুবন্ধন তৈরি করেন। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী একটি করে শব্দ বলেন যা তাদের দৃষ্টিতে সুলতানা’স ড্রিম-এর প্রতীক।

দিনভর চারটি সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে সুলতানা’স ড্রিম ইন এডুকেশন ধারণাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা ৬টি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি কার্যক্রম শেষে পোস্টার তৈরি করেন। পরে তারা একে অপরের পোস্টার দেখে বিশ্লেষণ করেন ও মতবিনিময় করেন। এ পর্বে শিক্ষকেরা তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

ড. লিন্ডসে পরবর্তীতে একটি তথ্যবহুল উপস্থাপনার মাধ্যমে কর্মশালার মূল দর্শন তুলে ধরেন। উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের জিজ্ঞাসা ও মতামত তুলে ধরেন, যা দিনের অন্যতম প্রাণবন্ত অংশ হয়ে ওঠে।

এই কর্মশালাটি কেবল একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নয় বরং ছিল চিন্তার পরিসর প্রসারিত করার একটি অনন্য উদ্যোগ- যা সুলতানা’স ড্রিম-এর ভাবনাকে আগামী প্রজন্মের শিক্ষায় সঞ্চারিত করতে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

অগ্নিজিতা দে সেঁজুতি
ভলান্টিয়ার
সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসের অনুষ্ঠান

১৮ মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। এ বছর জাদুঘর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে জাদুঘরের ভবিষ্যৎ'। গত ২৬ মে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং আন্তর্জাতিক জাদুঘর মোর্চা (আইকম) বাংলাদেশ যৌথভাবে দিবসটি পালন করে। এ উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে 'বিক্রমপুরী বৌদ্ধবিহার উন্মুক্ত প্রত্নস্থান জাদুঘর : ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রদর্শনে একটি টেকসই উদ্যোগ' শীর্ষক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সূচনা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বলেন, বাংলাদেশে জাদুঘর স্থাপন ও পরিচালনা করা খুব সহজ কাজ নয় এবং একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা ভাবি সরকারের উদ্যোগে এই কাজগুলো করা হবে। অবশ্যই রাষ্ট্রের উদ্যোগ থাকবে কিন্তু সমাজের ভূমিকা এখানে খুব বড়। বাংলাদেশের জাদুঘরের ইতিহাসে দেখি ঢাকা জাদুঘর নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সামাজিক উদ্যোগে। যেটা রূপ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের নিরিখে বরেন্দ্র সংগ্রহশালা ও জাদুঘর বাংলাদেশের ইতিহাসকে একটা নতুন গভীরতা প্রদান করেছে। সেটাও সামাজিক উদ্যোগে বিদ্বজ্জনদের দ্বারা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক পটভূমিকায় জাদুঘরের অবস্থান, করণীয় খুব গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার আছে। এবং আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

আইকম বাংলাদেশের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান মূল বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে অধিকৃত প্রত্নস্থান সংরক্ষণ ও প্রদর্শনে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না প্রায় ক্ষেত্রে, ফলে অধিকৃত অধিকাংশ প্রত্নস্থানের আসল রূপ হারিয়ে অনেকটা আধুনিক স্থপত্যিক রূপ লাভ করে। তিনি বলেন, সম্প্রতি অধিকৃত প্রত্নস্থান বিক্রমপুরী বৌদ্ধবিহার উন্মুক্ত প্রত্নস্থান জাদুঘরে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সংরক্ষণ নীতিমালা অক্ষুণ্ন রেখে সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করা হয়েছে। এই প্রত্নস্থানে পর্যটককে আকর্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরে তিনি মন্তব্য করেন পর্যটকদের ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী করতে একটি প্রত্নস্থানে বহু সংখ্যক আকর্ষণের সমাহার ঘটানো প্রয়োজন। এর ফলে পর্যটকরা কোন একটি প্রত্নস্থান যাবে তাদের অতীত ঐতিহ্যের টানে। তিনি বলেন 'বিক্রমপুরী বৌদ্ধ বিহার উন্মুক্ত জাদুঘর'-এর ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত অন্যান্য প্রত্নস্থানেও অনুসরণীয় হতে পারে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সমসাময়িক শিল্প ও বিশ্ব সভ্যতা বিভাগের কিপার (চলতি দায়িত্ব) শক্তিপদ হালদার বলেন, 'মূলত নানা সমস্যা নিয়েই জাদুঘর চলছে এবং তার মাঝেই এগিয়ে যাচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ব সাইট গুলো ভিজিটের ক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের কিছু আশা থাকে আমরা যদি সেগুলো পুরন করতে পারি তাহলে দর্শনার্থীদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। এবং আমাদের এই সাইটগুলোর প্রচার দর্শনার্থীরাই করবে। সেখানে কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেমন জ্ঞানার্জনের সুযোগ, দর্শনীয় ও সংরক্ষিত নিদর্শন, প্রামাণ্য ব্যাখ্যা ও গাইড, ইতিহাসের সাথে সংযোগের অনুভূতি, সুবিধাজনক পরিকাঠামো, শিক্ষামূলক উপাদান এবং স্মারক বা সুভ্যেনিয়র দোকান এগুলো দর্শনার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে। স্কুল কলেজ থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বৃদ্ধির কথা বলেন।' তিনি সকলকে বিক্রমপুরী বৌদ্ধবিহার উন্মুক্ত জাদুঘর ভ্রমণের আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

ড. আতাউর রহমান বলেন 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের ইতহাস ধরে যদি আগাতে থাকি মাঝখানে কেন যেন বাংলায় এই চর্চা হারিয়ে গিয়েছিল। সেটা আবার ফিরে আসে ৯০-এর দশকে। ২০০০ থেকে প্রত্ন চর্চা, জাদুঘর চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এসেছে সুফী মোস্তাফিজুর রহমানের হাত ধরে। তিনি রুট লেবেলের প্রত্নতত্ত্বের কাজ নিয়ে বই করার ব্যাপারে বিশেষভাবে জোর দিতে বলেন। বিক্রমপুরী উন্মুক্ত জাদুঘরের মত করে দেশের ৬৪ জেলায় উন্মুক্ত জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কথা তিনি বলেন।

আগত শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন অধ্যাপক সুফী মোস্তাফিজুর রহমান।

আইকম বাংলাদেশের সেক্রেটারি মো: সিরাজুল ইসলাম আইকম এবং আইকম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন কাজ, প্রত্নতত্ত্বের সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ বর্ণনা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে আগত শ্রোতা, সাংবাদিক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আইকম বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম।

- শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

অদ্য ৭ মে ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একটি গর্ব ও শ্রদ্ধার অনুভূতির জায়গা। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, শহিদদের আত্মত্যাগ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিত্র, সংগ্রাম ও নিদর্শন সম্পর্কে জানা যায়। সংক্ষিপ্ত সময় হলেও জাদুঘরটি হৃদয় ছুঁয়ে যায় এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা আরও গভীর হয়।

মিন্টু শেখ, আতাইকুলা, পাবনা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে আমি যেন হারিয়ে গেলাম সেই যুদ্ধকালীন মুহূর্তে। মনে হচ্ছিল সেই মুক্তিযুদ্ধ কেমন ছিল। প্রত্যেকটি গ্যালারি পরিদর্শন করে আবেগে আপ্লুত হয়েছি। উপলব্ধি করেছি বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের আত্মত্যাগ। সেই সাথে বাংলা মা-বোনদের আত্মত্যাগ। তারা কত জুলুম-নির্যাতন স্বীকার করেছে এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য। সেই সময়কার প্রত্যেকটা মানুষের মুক্তিযুদ্ধের সময় সহযোগিতা, সহমর্মিতায় দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

শফিকুল ইসলাম, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
১৬.০৫.২০২৫

সাফোয়ানকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবগত করার জন্য মূলত জাদুঘর ভ্রমণ। বেশ ছোট হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের মতো এত গৌরবের একটা বিষয়কে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। দোয়া করি, বড় হয়ে আমাদের সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের মতো দেশপ্রেমকে বরণ করবে মনে ও প্রাণে। দেশমাতৃকার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মনিকা জাহান খাদিজা
২৪.০৫.২০২৫

মাকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসলাম। সব মিলিয়ে স্মৃতির পাতায় সারাজীবন রিমঝিম বাদলের দিনটি। একদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন নিদর্শন অন্যদিকে যুদ্ধ নিয়ে আম্মুর ধারা বর্ণনা। আম্মু যেনো ডানায় ভর করে ১৯৭১ সালে ফিরে গেলেন আমাকে নিয়ে। সব মিলিয়ে অসাধারণ।

আলী আহসান মিঠু, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
২৮.০৫.২০২৫

ইউনেস্কো সদর দপ্তরে রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’ নিয়ে আলোচনা

রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড এশিয়া-প্যাসিফিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নানামুখী কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ছিল এই স্বীকৃতির প্রস্তাবক। এ-ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গৃহীত কার্যক্রম ও আগামী দিনের কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনার জন্য প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে ট্রাস্টি মফিদুল হক সাক্ষাৎ করেন। আলোচনায় অংশ নেন মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ বিভাগের কর্মকর্তা দিয়ান কুশভানদিনি। আগামীতে রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’কে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি ও সম্ভাবনা আলোচনায় উঠে আসে। ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে এ-বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত হয়।

ICMEMOHRI আয়োজিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে ট্রাস্টি মফিদুল হকের যোগদান

বিগত ১ থেকে ৫ জুন ২০২৫ ফ্রান্সের রাজধানী সংস্কৃতির শহর প্যারিসে আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ আইকমের অঙ্গ-সংগঠন ICMEMOHRI (International Committee of Memorial and Human Rights Museums) আয়োজিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা-ট্রাস্টি মফিদুল হক যোগদান করেন। উল্লেখ্য, তিনি ICMEMOHRI-এর বোর্ড সদস্য। ১-৫ জুন প্যারিসে আয়োজিত এই সিম্পোজিয়ামের মুখ্য বিষয় ছিল Fake and False Histories. বিভিন্ন প্যানেল আলোচনা ছাড়াও অংশগ্রহণকারীরা প্যারিসের কয়েকটি জাদুঘর ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। এসব জাদুঘরের মধ্যে ছিল ল্যুভ মিউজিয়ম, মেমোরিয়েল দে লা শোয়াহ্, মিউজিয়াম দ্য’আর্ট এট দ্য’হিস্টরি জুডাইজমে, ডিপোর্টেশন মারটায়ার্স মিউজিয়ম এবং মিউজিয়ম দ্যস আর্কাইভ ন্যাশনাল্স, এছাড়াও প্যারিসের পুরনো লা মারাই অঞ্চল এবং শহরের বাইরের প্রথম মহাযুদ্ধের সোম যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করেন অংশগ্রহণকারীরা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ছাড়াও ভারত, নাইজেরিয়া, কলোম্বিয়া ও আমেরিকার জাদুঘর বিশেষজ্ঞরা সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন।

ইউনেস্কো দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক অফিস (দিল্লী) এবং ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্যা আর্টস আয়োজিত সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধিত্ব

ডকুমেন্টারি হেরিটেজ বা দালিলিক ঐতিহ্যের বৈশ্বিক স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনেস্কোর মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম ১৯৯২ সালে শুরু হয়। দুঃখজনকভাবে এই উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়ার ডকুমেন্টারি হেরিটেজের সংখ্যা খুবই কম, এমনকি ভুটান ও মালদ্বীপ থেকে কোন দালিলিক ঐতিহ্য মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এবিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে নমিনেশন জমা দেবার বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে দিল্লীস্থ UNESCO New Delhi regional office for South Asia এবং Indira Gandhi National Center for the Arts যৌথভাবে একদিনের সিম্পোজিয়াম (UNESCO Memory of the World Progrrame in South Asia : Issues and Challenges) এবং ৩ দিনের Capacity Building Workshop on Preparation of Nomination Dossiers for UNESCO Memory of the World (MoW) registers” শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মশালায় যুক্ত হন ড. রেজিনা বেগম (ব্যবস্থাপক, গবেষণা ও গ্রন্থাগার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর)। সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, আর্কাইভস এবং গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা যোগ দেন, এছাড়া ভুটানের জাতীয় গ্রন্থাগার এবং মালদ্বীপের ন্যাশনাল আর্কাইভস-এর প্রতিনিধিরা যোগ দেন। বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যোগ দেয়। Prof. Dr. Ramesh C. Gaur, Director and head of Kalanidhi Division, Indira Gandhi National Centre for the Arts & Incharge UNESCO MoW Nodal Agency, IGNCA সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। Dr. Fackson Banda, chief, Documentary Heritage Unite, Paris, France সিম্পোজিয়ামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, কর্মশালার মেনটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন Ms Joie Springer, Chair, Register sub-committee UNESCO MoW International Register। কর্মশালায় দালিলিক ঐতিহ্য বিভিন্ন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির জন্য নমিনেশন ডোসিয়ার প্রস্তুত করার পদ্ধতি শেখানো হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোতিগতার মাধ্যমে যৌথ নমিনেশন প্রস্তুতের সম্ভাবনাও যাচাই করা হয়।

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যাকের আমাদের সহকর্মী ছিলেন। আমার খুব মনে পড়ে ১৯৭১-এর মার্চের ৩০ বা ৩১ তারিখে ধানমন্ডি ৩ নম্বরে তার এক আত্মীয়ের বাসায় তার সাথে আমার দেখা হয়। মুক্তিযুদ্ধের একদম শুরুর সেই সময়ে যারা ভেবেছেন দেশ ত্যাগ করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে হবে আলী যাকের তাদের একজন। যে দলটি প্রথমে দেশত্যাগ করে সেটি তার রতনপুরের বাড়ি থেকে যায়। মুক্তিযুদ্ধে লাখ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে যে দেশটি জন্ম নিয়েছিল আমরা চেয়েছি সেখানে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠুক। পাঠাগার কর্মীরা আজকে সেই কাজটিই করছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।'

বাংলাদেশ বেসরকারী গ্রন্থাগার সংহতির সভাপতি মোহম্মদ শাহনেওয়াজ বলেন, 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের এই আয়োজনটি এবার হওয়ার কথা ছিল আরো ব্যাপক ও বিশাল আকারে। সেটা আমরা করতে পারিনি। তবে আমরা শুধু এটুকু বলতে চাই এই কর্মসূচি থামবে না, আমরা এটি চালিয়ে যাবো। প্রয়োজন হলে আমরা পাঠাগার কর্মীরা চাঁদা তুলে এই মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ কর্মসূচি চালু রাখবো। কাজটি আমরা করবো এই কারণে যে একাত্তরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তুলে ধরা যায়।

এ পর্যায়ে আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের বিচারক ও সাংবাদিক সিরাজুল ইসলাম আবেদ বলেন, 'একটা গ্রন্থপাঠ কর্মসূচিতে যখন মুক্তিযুদ্ধ যুক্ত হয় তখন সেটি ভিন্ন মাত্রা পায়। আপনারা অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন বাচ্চারা কেমন লিখেছে, ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে থাকবে তবে আমি শুধু বলবো তারা শুধু ভালো লেখেনি, কারো কারো লেখা পড়ে আমি কেঁদেছি নিঃশব্দে। আমাদের নতুন প্রজন্ম নিয়ে আমার আস্থা আছে। আমরা এদেরকে নিয়েই গড়বো মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কাছে আবেগের জায়গা। আমাদের প্রতিটি সন্তান যদি মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে পারে তবে আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে। তবেই ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মদান সফল হবে। আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ এই উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এগিয়ে নিয়ে যাবে এটাই আমি চাইবো।'

এরপর রংপুর থেকে আগত ডা. জমিল স্মৃতি পাঠাগারের প্রতিনিধি নার্গিস আক্তার বানু বলেন– 'মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা ছিলাম তরুণ। সেই তারুণ্যের কথা আমরা কোন দিন ভুলতে পারবো না। আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করছি যে আমার মতো একটি ছোট লাইব্রেরি থেকে দু'টি পুরস্কার পেয়েছে। আপনারা ডাকেন বলে যে আমি অংশগ্রহণ করি তা না, আমি আমার নিজের আগ্রহে এখানে এসেছি। আমি খুবই ভাগ্যবান যে আমি এখানে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। আমরা আমাদের পাঠাগারগুলোতে বাচ্চাদের হয়তো নানা রকমের বই পড়াই, তবে জাতীয় পর্যায়ের এই উদ্যোগগুলো বাচ্চাদের মনে যেভাবে দাগ কাটে সচারাচর গ্রন্থপাঠ কিন্তু সেভাবে প্রথিত হয় না। এখানেই এই ধরনের কর্মসূচির স্বার্থকতা। আমি চাইবো এই কর্মসূচি চলমান থাকুক।'

শহিদ ভোলানাথ বসুর পুত্র ডা. মানস বসু বলেন, 'আমি সরকারি চাকরি পেয়ে সুন্দরবনের কাছে বাগেরহাটের শরণখোলায় জয়েন করার পর স্থানীয় একটি কলেজে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। আজ ৩৫ বছর পর আবার যেনো তেমনই একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার সৌভাগ্য হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে। আমার পরিবারের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে সম্পাদিত অবরুদ্ধ অশ্রুর দিন বইটি রচনা করতে প্রায় ৪০ বছর সময় লেগেছে। অনেকেই ভাবতে পারেন একটি বই রচনা করতে এতো সময় লাগার কি আছে। আমি তাদেরকে বলবো যে ঘটনার মধ্য দিয়ে একাত্তর সালে আমরা গিয়েছি তাকে আত্মস্থ করে লেখার জন্য ৪০ বছর খুব বেশি সময় নয়। যত কষ্টই হোক স্মৃতির কাছে ফিরে যাওয়াটা জরুরি। ভালোবাসার জন্যই আমরা স্মৃতির কাছে ফিরে আসি এবং এই ধরনের উদ্যোগ আমাদের নতুন প্রজন্মকে স্মৃতির কাছে ফিরিয়ে আনবে ভবিষ্যতের জন্যে। আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ আমাদের স্মৃতি হরণের পথের কাঁটা হয়ে থাকুক।'

সীমান্ত গ্রন্থাগার ঢাকার প্রতিনিধি কাজী সুলতান আহমেদ টোকন বলেন, 'আলী যাকের আমার ছটলু ভাই। একসময় সীমান্ত পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। আমাদের পাঠাগারের উল্টো দিকেই ছিল ছটলু ভাইদের বাসা। তাকে নিয়ে অনেক স্মৃতি, আজ আর সে আলাপে যাবো না। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং আমাদের বেসরকারি পাঠাগারগুলো চেষ্টা করছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের নতুন প্রজন্মেকে জানাতে। আমরা আমাদের এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। আমরা যদি নাও পারি এই নতুনেরা আমাদের এই স্বপ্ন পূরণ করবে আমার বিশ্বাস।'

এরপর শহিদ ওসি আব্দুল খালেক পুত্র রাকিবুল খালেক বলেন, 'আজকে যারা পাঠপ্রতিক্রিয়ায় বিজয়ী হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলবো। বেশি করে আপনারা এদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বইগুলো পড়বেন। তাহলে দেশের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা আরো গভীর হবে আরো আত্মশক্তি বাড়বে। এই দেশটি আমরা এমনিতে পাইনি। ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি, এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলে আপনারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হতে পারবেন। যে যে পেশাতেই যান না কেন একজন ভালো দেশপ্রেমিক হওয়া কিন্তু খুবই জরুরি। মুক্তিযুদ্ধের বই আপনাকে দেশের প্রতি আনুগত্য বাড়াতে সহায়তা করবে।'

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক কর্মসূচিতে পাঠাগারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, পাঠক ও অভিভাবককে ধন্যবাদ জানান। তিনি মনে করেন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সংযোগ স্থাপন করার ক্ষেত্রে বই যে একটা বড় বাহন হতে পারে সেটাকে ব্যবহার করার একটা উদাহরণ আলী যাকের মুক্তিযদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ তৈরি করে যাচ্ছে। যার নামে এই গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশের একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং নানা দিকে তার কৃতিত্ব রয়েছে। তাঁর প্রয়াণ আমাদের জন্য একটি বড় ক্ষতির কারণ কিন্তু তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো যে আমরা বহমান রাখতে পারছি এবং এর পেছনে আপনাদের অংশগ্রহণ একটা বড় ধরনের শক্তি যোগায়। আমরা ক্ষমা প্রার্থী যে নানা বাধা বিপত্তির কারণে এবছরের আয়োজনটি খুব বড় আকারে করতে পারিনি তবে এই মিলনায়তনে আজকের সমাবেশ এবং আপনাদের উপস্থিতি আমাদের শক্তি দিচ্ছে যে আগামীতে আমরা বড় আয়োজন করতে পারবো। নবীন-নবীনাদের অভিনন্দন জানাই। তাদের অগ্রসর হওয়ার পথে মুক্তিযুদ্ধ যেন সবসময় তাদের সাথে বহমান থাকে।

এ ছাড়াও পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্য থেকে ভাষা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মতি মিয়া ফাউন্ডেশন পাঠাগার জামালপুরের স্কুল পর্যায়ের পাঠক ইশরাত জাহান, সচেতন সাহিত্য পরিষদ গণপাঠাগার পাবনার কলেজ পর্যায়ের পাঠক মোবাশ্বির মুবিন তোয়া এবং গ্রন্থবিতান ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠক সনিয়া খানম আভা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক তৃতীয় বারের মতো আয়োজিত আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগে এবার অংশ নিয়েছে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ৫০টি বেসরকারি গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থপাঠ কর্মসূচিতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের পাঠপ্রতিক্রিয়ায় প্রায় সাড়ে ৫'শ জন পাঠক অংশ নিয়েছে। সেখান থেকে বাছাই করে প্রতি বিভাগে দশ জনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং সনদ প্রদান করা হয় অংশগ্রহণকারী সবাইকে। এবারের আসরে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের গ্রন্থ ছিল যথাক্রমে রশীদ হায়দার সম্পাদিত "খুঁজে ফিরি : ১৯৭১'র পিতৃস্মৃতিহীন সন্তানদের কথা", ঝর্ণা বসু ও মফিদুল হক সম্পাদিত 'অবরুদ্ধ অশ্রুর দিন' এবং আনোয়ার পাশা রচিত 'রাইফেল রোটি আওরাত'।

- শরীফ রেজা মাহমুদ

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের সেরা ৩০ জন

স্কুল পর্যায়	কলেজ পর্যায়	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়
শিমু দাস	মোবাশ্বির মুবিন তোহা	জনি দাস
লাইফ মাশরুর অভ্র	সুমাইয়া জান্নাত	মোসাম্মৎ সূচি আক্তার
মোহম্মদ নাঈম	মোসাম্মৎ ঝুমা	ছোঁয়া আজমীন
মো. আব্দুল্লাহ আল রুমন	আমাতুল্লা বিনতে কালাম	সানজিদা ইসলাম
সুমাইয়া আক্তার	প্রতিভা রানী দাস	আইরিন জান্নাতি
এ কে এম শাফিউজ্জামান ইফাদ	রয়েল চাকমা	ঐশর্য অনিন্দিতা মণ্ডল
নাফিয়া তাসনিম	মোসাম্মৎ নুসরাত জাহান	সনিয়া খানম আভা
আরিসা আঞ্জুম লিসা	ইশরাত জাহান ঐশী	আফরিন সুলতানা মীম
মারিয়া কবির প্রমা	খাদিজা আক্তার চৌধুরী তুলি	ইশরাত জাহান লিরা
ইশরাত জাহান	মো: নাজমুল হাসান খান	কামরুল ইসলাম খান

আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মী

সম্ভব হবে কি হবে না দোটানার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে মেঘের সাগরে বিমানের ময়ূরপঙ্খী ভেলায় ভেসে পৌঁছলাম হিমালয়ের দেশে। বহুবছর আগে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লিখেছিলেন 'সুলতানার স্বপ্ন' আর দার্জিলিং ভ্রমণের গল্প নিয়ে 'কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন'। এতোবছর পর এসেও সময় যেন এগিয়ে না গিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। সারাবিশ্বের মেয়েরা যখন ঘরেবাইরে সমানতালে বিচরণ করছে সেখানে আমাদের আবারও অবরোধবাসিনী করার চেষ্টা চলছে। এমন এক সময়ে বাংলার সাধারণ এক ভীতু নারী আমি সিদ্ধান্ত নেই একাই চলে যাবো মেরা পর্বতে। এর আগে কয়েকবার হিমালয়ে পথচলার অভিজ্ঞতা আছে বলেই সাহস করে বেড়িয়ে পড়া। অভিযানের নাম ছিল Dream Above the Clouds : A Girl's Summit from Bangladesh। দুইদিন কাঠমান্ডুতে অভিযানের প্রস্তুতি আর দুই দিন জিপগাড়ি ভ্রমণ শেষে শুরু হয় মূল অভিযান।

দেশ থেকে একা আসলেও ভেবেছিলাম পথে পর্যটকের দেখা পাবো। শুরুতেই আশায় গুড়ে বালি। পুরো পথে পথিকের দেখা নেই, অধিকাংশ লজই তালাবদ্ধ। তবে অল্প যে কয়েকজনের দেখা পেয়েছি সবাই সহযোগিতাই করেছে। পাহাড়ি পথের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পৌঁছে গেছি ছোট্ট কোনো গ্রামে। পথ ভুলে বনের পথে হারিয়ে গেছি, ভয় পেয়েছি, তবুও সাহস নিয়ে এগিয়ে চলেছি। যখনই ভয় পাচ্ছিলাম মনে মনে ভাবছিলাম একাত্তরের শরণার্থীদের কথা। যখন মানুষের দেখা পেলাম, অচেনা মানুষের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। আমারই বয়সের এক মেয়ে জোর করে নিয়ে নিলো ১৭-১৮ কেজির ব্যাকপ্যাক। মেয়েটার কথায় বুঝতে পারলাম যে সৌন্দর্য্যের টানে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে দুর্গম হিমালয়ে মানুষ ছুটে আসে, অধিকাংশ সময়ে দুর্গমতাই তাদের বিষাদের কারণ হয়ে ওঠে। নদীর এপার-ওপারের গল্প সবসময়ই ভিন্ন। লজগুলোতে পৌঁছে যখন তেমন কোনো কাজ ছিল না, গল্পে গল্পে জেনেছি তাদের আনন্দ-বিষাদের কথা।

বনের ভেতর দিয়ে একা একা হেঁটে যাওয়াটাও বাংলাদেশী মেয়ের জন্য কম সৌভাগ্যের না। ছোটবেলা থেকেই তো এই করো না, সেই করো না, নানারকম ভয়ের ভেতর দিয়ে জীবনটা উদ্‌যাপন করতেই ভুলে যাই। সব ভয় ভুলে মনের আনন্দে বনের ভেতরে চলতে থাকি। বাংলাদেশ থেকে একা একটা মেয়ে হিমালয়ে চলে এসেছি শুনে চায়ের বিলটা দিয়ে দিয়েছে কেউ একজন। বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। নেপালের অনেকেই বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে ইন্টারনেটের কল্যাণে। আমেরিকান পাঁচজন অভিযাত্রীর দেখা পেয়েছি যেখানে চারজনই পঞ্চাশোর্ধ। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হংকংয়ের হেইডেন, আমেরিকান আলী সাফারি, জেসান ও জেসের মতো অনেকেই। পুরনো বন্ধু মিংমার দেখা পেয়ে বহুদিনের চেনা মানুষ কাছে পাবার আনন্দ পেয়েছি। অচেনা অজানা জায়গায় পথের সাথীই আপন। দেশ থেকে একা এসেছি, পথে অল্প কয়েকজনের দেখা পেয়েছি তবুও সামান্য সময়ের আন্তরিকতায় মনে হয়েছে কত আপন। এই পথের সর্বশেষ গ্রামের একটা বাড়িতে বহুদেশের পতাকার ভীড়ে বাংলাদেশের পতাকা দেখে অসম্ভব আনন্দ পেয়েছি। যখন সময় পেয়েছি চেষ্টা করেছি প্রতিদিনের স্মৃতিগুলো লিখে রাখতে।

সামিট পুশের রাতে শ্বেতশুভ্র পথে হেঁটে চলেছি। পথ তেমন কঠিন না কিন্তু দীর্ঘ। হাঁটছি তো হাঁটছিই। আশপাশে তেনজি দাই ছাড়া কারও কোনো চিহ্ন নাই।

মেরা পর্বতের বিপরীতে সূর্য উদয় ঘটে, আমি এগিয়ে যাচ্ছি সামনে শেরপার দেখানো পথ ধরে, পেছনে তাকানোর অবকাশ নাই, সময় দেখার তাড়া নাই, যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। হঠাৎ মনে হলো পেছনে তাকিয়ে দেখি কেউ আসছে কিনা। উচ্চতায় দাঁড়িয়ে রাত থেকে দিনের ট্রানজেকশনের মুহূর্ত নিঃসন্দেহে অপরূপ এক মুহূর্ত। কালো আকাশ ধীরে ধীরে লাল-কমলা-হলুদ রঙে রূপ নিয়ে দিনের আলোয় ধরা দিচ্ছে।

সকালের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে, পেছন থেকে আরও কয়েকটা আলোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে। আসতে আসতে একসময় ওরা কাছে চলে আসে।

চূড়ায় যখন দাঁড়ালাম তখন সকাল ৮.২৩ মিনিট। চারপাশে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দু এভারেস্ট, লোৎসে, মাকালু, আমা দাবলাম, পুমোরিসহ নামী-বেনামী হাজার পর্বতের মেলা।

কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল-সন্ধ্যা হয়ে এলো টেরই পাইনি। মেরা পর্বতে তো উঠলাম এবার একা একা আবার ফিরে যাবার পালা। পথের নানা রকমের খোঁজ খবর নিতে লাগলাম।

সুস্থভাবে মেরা পর্বতের চূড়া ছুঁয়ে এসে আবার ভয় নিয়ে একা একা চলেছি বনের পথে। ২৩ ঘণ্টা কোনো মানুষের দেখা না পেয়ে বুঝেছি মানুষকে মানুষেরই প্রয়োজন। পরিত্যক্ত রান্নাঘরে আশ্রয় নিয়েছি, চকলেট আর বিস্কুট দিয়ে সেরেছি রাতের খাবার। এই অভিযান আমাকে শিখিয়েছে প্রতিকূলতায় ভেঙে না পড়ে মনোবল নিয়ে এগিয়ে যেতে। বারবার মনে হচ্ছিল এই পথে আমি একা না হাজার মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে যারা বারবার স্বপ্ন দেখে কিন্তু স্বপ্ন সত্যি করতে কোন পথে এগিয়ে যেতে হবে জানে না।

ইয়াছমিন লিসা, গ্যালারি গাইড, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শহিদ পরিবারের সাথে স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের নিয়মিত কর্মসূচি শহিদ পরিবারের সাথে স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণমূলক আলাপচারিতায় ৮ এবং ১৫ মে অংশ নেয় প্রাইম ইন্টারন্যাশনাল হাই স্কুল মিরপুরের শিক্ষার্থীরা। স্মৃতিচারণ করেন শহিদ ইয়ার আলীর পুত্র মো: শাহজাহান। অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী এশা বলেন, আমরা এখানে এসে ১৯৭১ সালের অনেক ইতিহাস জানতে পেরেছি। আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো ছিল। ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই ইতিহাস জানানোর জন্য।

সুলতানা'স ড্রিম বিষয়ে সংস্কৃতি কর্মী ও সুধীজনের সমন্বয়ে কর্মশালা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগিতায়। এই গবেষণার নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ ড. এলিজাবেথ জেন ট্রেগোনিং ম্যাবার এবং এডিনবরা ইউনিভার্সিটির ড. লিন্ডসে ক্যাথরিন হর্নার। ড. এলিজাবেথ কর্মশালায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেন। উভয় কর্মশালা সূচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক তার উপস্থাপনার মাধ্যমে, যেখানে তিনি সুলতানার স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পূর্ববর্তী কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তিনি ড. লিন্ডসে হর্নারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সহমত পোষণ করে বলেন, ইচ্ছাপূর্ণ স্বপ্নকে ইচ্ছাশক্তির কাজে (Wishful thinking to willful act) রূপান্তরিত করতে আমাদের উদ্যোগী হতে অনুপ্রেরণা দান করে যাচ্ছে সুলতানার স্বপ্ন রচনাটি।

কর্মশালার প্রথম অধিবেশনে নাগরিক সমাজ ও শিক্ষাকর্মীদের সাথে সংলাপ বিকাল ৩টায় শুরু হওয়া প্রথম অধিবেশনে অংশ নেন বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, মানবাধিকার কর্মী, ও এনজিও প্রতিনিধিরা। প্রথমে লিন্ডসে হর্নার কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। এরপর মিজ ম্যাবার বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট, গণহত্যা ও ন্যায়বিচার নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, ২০১৮ সাল থেকে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের সঙ্গে যুক্ত। তার বক্তব্যে উঠে আসে বিকল্প বাস্তবতা কল্পনার গুরুত্ব। তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ড. শারী সাবেতি–চ্যান্সেলরের ফেলো, ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরা–যিনি ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে শিক্ষার উপনিবেশ-মুক্তি-করণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন।

প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শাহনাজ হুসনে জাহান (প্রত্নতত্ত্ববিদ), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেয়া রায় ও স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট থেকে ছন্দা মাহমুদ, বহ্নিশিখা-উইমেন'স রাইটস্ কালেকটিভের তাসাফি হোসেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার ফাহমিদা রহমান, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক মানযুমা আহসান, UN Women প্রতিনিধি সাইদা সামারা এবং আরও অনেকে।

ড. হর্নার ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের আদলে এবং চারটি পর্বে কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। প্রথম পর্বে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের সুলতানার স্বপ্ন পড়ার অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া শেয়ার করেন। কেউ কেউ কথা বলেন পোস্টার প্রেজেন্টেশন, কুইজ, চিত্রাঙ্কন ও নাটকের আয়োজন নিয়ে।

দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা হয় লিঙ্গ, ইউটোপিয়া, শান্তি ও শিক্ষার সম্পর্ক এবং স্পেকুলেটিভ ফিকশন্স শিক্ষায় কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রশ্ন ওঠে, বাংলা সাহিত্যে আরও কী কী অনুমাননির্ভর কল্পনাসাহিত্যের উদাহরণ আছে যা রোকেয়ার মত সাহসিকতা ও দুরদর্শিতা বহন করে?

তৃতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারীরা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাদের কাজের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলেন। চতুর্থ ও শেষ পর্বে আলোচনা হয় ভবিষ্যতের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত, বিশেষ করে তরুণদের শিক্ষায় রোকেয়ার মত বিকল্প চিন্তা কীভাবে সংযুক্ত করা যায়।

বিকেলে শিল্পীদের সাথে দ্বিতীয় বৈঠক ছিল প্রাণবন্ত। যেখানে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী ও সৃজনশীল সংগঠনের প্রতিনিধি। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা শামীম আখতার, সংগীতশিল্পী ওয়ার্দা আশরাফ, ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম অফিসার ও লেখক কিজি তাহনিম এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন স্পর্শের প্রতিনিধি।

এই কর্মশালার এক বিশেষ মুহূর্তে স্পর্শের একজন অন্ধ কিশোরী ব্রেইল ভাষায় সুলতানার স্বপ্ন-এর সূচনাটি পাঠ করে শোনান, যা উপস্থিত সবার মধ্যে আবেগঘন ও অনুপ্রেরণামূলক অনুভূতি তৈরি করে। এছাড়াও আবৃত্তি ও নাট্যদলের সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেন। ড. লিন্ডসের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তাদের দেয়া উত্তরগুলো ছিল অভিজ্ঞতার আলোকে গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। অংশগ্রহণকারীরা জানান কীভাবে তারা শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চান এবং সুলতানার স্বপ্ন এই প্রক্রিয়ায় কীভাবে এক শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে।

দিনব্যাপী এই কর্মশালা স্পষ্ট করে দেয় যে সুলতানার স্বপ্ন শুধু একটি সাহিত্যকর্ম নয়, একটি সম্ভাবনার দিগন্ত। শিক্ষায়, শিল্পে, সামাজিক চর্চায় এই গ্রন্থ আমাদের সামনে এমন একটি ভবিষ্যতের কল্পনা হাজির করে, যেখানে লিঙ্গভিত্তিক সমতা, কল্পনাশক্তি ও শান্তি একসূত্রে গাঁথা। এই গবেষণা প্রকল্প ও এর অধীন কর্মশালাগুলো দেখায় কীভাবে অতীতের লেখা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন-এর 'সুলতানার স্বপ্ন' শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। নানাভাবে নানা বয়সের শিক্ষার্থীরা একে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ইউনেস্কো, দ্যা ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরা ও ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজের যৌথ প্রয়াসে ড. লিন্ডসে কে হরনার, মফিদুল হক, এলিজাবেথ জে. টি. মেবার এবং শারি সাবেটি শিক্ষক সহায়িকা হিসেবে এই বুকলেটটি প্রণয়ন করেছেন।

বুকলেটটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

আগামীর আয়োজন

বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ২৮ জুন ২০২৫, শনিবার, বিকেল পাঁচটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেমিনার হলে এক বিশেষ আলোচনা ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

রোকেয়ার স্বপ্ন এবং আজকের ভাবনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিত্বদের সাথে। উভয় সেশনেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো রোকেয়ার ভবিষ্যতমুখী চিন্তা, সমাজ বদলের সম্ভাবনা এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মিডিয়া ও গ্রন্থাগার সম্প্রদায়ের ভূমিকা। উভয় সেশনের শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক সূচনা বক্তব্যে বলেন, সুলতানার স্বপ্ন কেবল একটি কল্পনার সাহিত্য নয়, এটি একটি প্ররণা যা আমাদের ইচ্ছাপূর্ব চিন্তাকে ইচ্ছাশক্তির কাজে রূপ দিতে উৎসাহিত করে। তিনি জাদুঘরের পূর্ববর্তী কাজের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই স্বপ্ন বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হোক, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

২৩ মে, সকাল ১১ টায় শুরু হয় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিনিধি, শিক্ষক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠকদের অংশগ্রহণে এক অনন্য কর্মশালা যার মূল প্রতিপাদ্য ছিলো 'সুলতানার স্বপ্ন'- এর আলোকে সমানুভূতিশীল, শিক্ষাভিত্তিক ও কল্পনাপ্রসূত সমাজ গঠনের পথনির্দেশ।

সেশনটি মোট চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে অংশগ্রহণকারীরা রোকেয়ার লেখনী কীভাবে তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে, তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় ধাপে আলোচনা হয় কল্পনা নির্ভর সাহিত্যকে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে। তৃতীয় পর্বে মাঠ পর্যায়ের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, যেমন– নারী শিক্ষায় বাধা, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।

সবশেষে, অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে রোকেয়ার ভাবনার আলোকে নতুন পাঠচক্র, স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পাঠ প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন।

দুপুরের পর দেশের টিভি, পত্রিকা ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় শেসনটি অনুষ্ঠিত হয় যার আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিলো- *কীভাবে গণমাধ্যম রোকেয়ার মতো কল্পনাপ্রসূত, বিপ্লবী চিন্তাকে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে পারে?*

সাংবাদিকরা জানান, এখন সময় এসেছে 'সুলতানার স্বপ্ন'-এর মতো সাহিত্যকে মূলধারায় আনার, সিরিয়ালাইজড ফরম্যাটে গল্প প্রচার, গ্রাফিক নভেল, শিশু-কিশোর উপযোগী রূপান্তর এবং থিয়েটার বা টিভি শোর মাধ্যমে এই বার্তাকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব।

একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, 'আমরা যদি খবর দিতে পারি, তবে আমরা স্বপ্ন দেখাতেও সক্ষম।'

উভয় সেশনের শেষে অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। লাইব্রেরি প্রতিনিধিরা জানতে চান, কীভাবে তারা সহজ ভাষায় রোকেয়ার ভাবনাগুলো শিশু-কিশোরদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। অন্যদিকে সাংবাদিকরা জানতে চান মূলধারার মিডিয়ায় 'স্পেকুলেটিভ ফিকশন' বা কল্পনাবাদ কীভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। উত্তরে বলা হয়, 'কল্পনা হলো বাস্তবতার প্রস্তুতিপর্ব।' গণমাধ্যম, শিক্ষা এবং সাহিত্য একসঙ্গে কাজ করলে সেই ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন অসম্ভব নয়।

২৩ মে এই দুটি সেশনই প্রমাণ করে, রোকেয়ার স্বপ্ন আজ শুধু পৃষ্ঠার মধ্যে নেই তা এখন মাঠপর্যায়ের কর্মে, মিডিয়ার কনটেন্টে এবং শিক্ষকদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান, শিক্ষার বিস্তার, এবং শান্তিময় সহাবস্থানের ভবিষ্যত নির্মাণে 'সুলতানার স্বপ্ন' এক সাহসী অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে চলেছে।

এই স্বপ্ন শুধু রোকেয়ার ছিলো না এখন তা আমাদেরও।

আরাফাত রহমান, শিক্ষার্থী, ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ অতিথি

১৭ জুন ২০২৫ কসমস গ্রুপের জলবায়ু সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য Clinton Libbey (CEO), Kumi Analytics- Singapore; Cristinia Calvo (CEO), Overview Effect - USA & Ceaser Wesala (COO)-মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এ সময় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য খাতায় লেখেন–

Fully enjoyed the museum. It was a fully integrated experience describing the history of the country and the sprit of the people which led to the war and how the country developed coming out of the war. Inspirational, sad, and powerful are the words that come to mind. Thank you for your work in putting the museum together.

২৪ জুন কানাডিয়ান মিউজিয়ম ফর হিউম্যান রাইটস-এ উন্মোচিত হবে বাংলাদেশ জেনোসাইড সংক্রান্ত প্রদর্শনী

আগামী ২৪ জুন কানাডার মানিটোবায় বিশালাকার আইকনিক জাদুঘর কানাডিয়ান মিউজিয়ম ফর হিউম্যান রাইটসের 'ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স' গ্যালারিতে সংযুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশে একাত্তরে সংঘটিত পাকিস্তানি গণহত্যা বিষয়ক প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী নিয়ে বিগত দুই বছর যাবৎ কাজ করেছেন CMHR-এর কিউরেটর ড. জেরেমি ম্যারন। কানাডাবাসী বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও গবেষক অধ্যাপকবৃন্দ তাকে এক্ষেত্রে সহায়তা যুগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর CMHR-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। জাদুঘরের আমন্ত্রণে বিগত বছর ড. জেরেমি ম্যারন এবং মানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাডাম মুলার বাংলাদেশ ঘুরে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, স্মারক, দলিলপত্র ও ছবি দিয়ে CMHR-কে সহায়তা করেছে।

আশা করা যায়, CMHR-এর ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স গ্যালারিতে বাংলাদেশে একাত্তরের গণহত্যা সংক্রান্ত প্রদর্শনী বাংলাদেশ জেনোসাইডকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরতে বড় ভূমিকা পালন করবে।

শেষ পৃষ্ঠা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **মফিদুল হক**, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official